Contents

ছহীহ দো'আ শিক্ষা

সংকলক

আব্দুর রশীদ

সোনামণিদের

ছহীহ দো‘আ শিক্ষা

প্রকাশক

আছ-ছিরাত প্রকাশনী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১।

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ইং
ফাল্গুন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
রবীঃ আখের ১৪৩৫ হিজরী

কম্পোজ

সোনামণি কম্পিউটার।

মুদ্রণ

বৈশাখী প্রেস, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য

২০.০০ (বিশ) টাকা মাত্র।

SONAMONIDER SOHIH DUA SHIKKHA :
*Written by **Abdur Rashid.** M.A. University of Rajshahi.*
& Pubished by As-Seerat Prokashoni. Nawdapara,
Sapura, Rajshahi. Mob: 01722675258.
Fixed Price :20.00 (twenty taka) only.

সূচীপত্র

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، أَمَّا بَعْدُ :

ভূমিকা

পৃথিবীতে প্রতিটি মানব শিশুই নিষ্পাপরূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু অভিভাবকদের অসচেতনতা ও পারিপার্শ্বিক দূরাবস্থার কারণে তাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। কারণ বর্তমান বিশ্বে ইসলাম বিদ্বেষী শক্তিগুলো সমাজ জীবনকে অক্টোপাসের ন্যায় আঁকড়ে ধরেছে। অপরদিকে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর পরিবর্তে মানব রচিত বিধি-বিধান তথা মাযহাবকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিচ্ছে এবং সেটিকেই বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শ হিসাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রচার করছে। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাতের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত-বন্দেগীতে এবং দৈনন্দিন জীবনে পঠিতব্য দো'আ-দরূদ সমূহে ঢুকিয়ে দিয়েছে নিজেদের রচিত অসংখ্য শব্দ, বাক্য ও নিয়ম-পদ্ধতি। ফলশ্রুতিতে ঐ সকল ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহ্র নিকট অগ্রহণযোগ্যরূপে পরিগণিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় তাদের অশুভ কবল থেকে এই কোমলমতি শিশু-কিশোরদেরকে রক্ষা করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে জাতি পথভ্রষ্ট ও আদর্শচ্যুত হবে। কেননা তারাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার এবং তাদের মাঝেই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। তাই আদরের ছোট্টমণিদেরকে প্রচলিত রসম-রেওয়াজ ও বাজারী দো'আ-দরূদের অশুভ কবল থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ও ছহীহ দো'আ শিক্ষা দানের মাধ্যমে সকলের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অত্র বইটি সংকলিত আকারে প্রকাশিত হল।

বইটি প্রকাশে যারা সার্বিকভাবে সহোযোগিতা করেছেন তাদের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

বিনীত
আব্দুর রশীদ

পবিত্রতা অর্জন সংক্রান্ত দো‘আ সমূহ

১. ওযূর দো‘আ

بِسْمِ اللهِ. **উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪০২)*।

২. ওযূ শেষের দো‘আ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

উচ্চারণ : আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আব্‌দুহূ ওয়া রাসূলুহু। আল্লা-হুম্মাজ্‌‘আল্‌নী মিনাত্‌ তাউয়াবীনা ওয়াজ্‌‘আল্‌নী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরীন।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন!! *(মুসলিম হা/৫৭৭; তিরমিযী হা/৫৫)*।

৩. টয়লেটে প্রবেশের দো‘আ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিনাল খুব্‌ছে ওয়াল খাবা-ইছ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও মহিলা জিন (-এর অনিষ্টকারিতা) হ’তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৭)*।

৪. টয়লেট থেকে বের হওয়ার দো‘আ

غُفْرَانَكَ. **উচ্চারণ :** ‘গুফরা-নাকা’

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৯)*।

৫. গোসল শুরুর দো‘আ

بِسْمِ اللهِ. **উচ্চারণ :** বিসমিল্লা-হ।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪০২)*।

ছালাত সংশ্লিষ্ট দো'আ সমূহ

১. আযানের পরের দো'আ

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّـةِ وَالـصَّلاَةِ الْقَائِمَـةِ، آتِ مُحَمَّـدًانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًانِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি ওয়াছ্ ছালা-তিল ক্বাইমাতি, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা, ওয়াব্'আছহু মাক্বা-মাম্ মাহ্মূদানিল্লাযী ওয়া 'আদ্তাহু ।

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও আসন্ন ছালাতের তুমি মালিক। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দান কর অসীলা ও ফযীলত এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর, যার ওয়াদা তুমি করেছ *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯)*।

২. মসজিদে প্রবেশের দো'আ

اَللّهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাফ্তাহ্লী আব্ওয়া-বা রহ্:মাতিকা ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩)*।

৩. মসজিদ হ'তে বের হওয়ার দো'আ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন ফাযলিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি অনুগ্রহ চাই *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩)*।

৪. দো'আয়ে ইস্তেফতাহ বা 'ছানা'

اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَـايَ كَمَـا بَاعَـدْتَ بَـيْنَ الْمَـشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّي الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِـنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-‘এদ বায়নী ওয়া বায়না খাত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা বা-‘আদতা বায়নাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি। আল্লা-হুম্মা নাকক্বিনী মিনাল খাত্বা-ইয়া, কামা ইউনাকক্বাছ ছাওবুল আব্ইয়ায়ু মিনাদ দানাসি। আল্লা-হুম্মাগ্সিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারাদি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন করুন গোনাহ সমূহ হ’তে, যেমন পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হ’তে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ সমূহকে ধুয়ে ছাফ করে দিন পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮১২)*।

৫. কুরআন তেলাওয়াতের শুরুতে বলবে

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ؛ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

উচ্চারণ : আ‘ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম। বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম।

অর্থ : আমি অভিশপ্ত শয়তান হ’তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

অর্থাৎ, দো‘আয়ে ইস্তেফতা-হ বা ‘ছানা’ পড়ে আ‘ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে এবং অন্যান্য রাক‘আতে কেবল বিসমিল্লাহ বলবে। জেহরী ছালাত হ’লে সূরায়ে ফাতিহা শেষে সশব্দে ‘আমীন’ বলবে।

৬. রুকূর দো‘আ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহাম্দিকা, আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী।

অর্থ : হে আল্লাহ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭১)*।

অথবা, কমপক্ষে তিনবার পড়বে, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ : সুবহা-না রব্বিয়াল ‘আযীম’।

অর্থ : মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৮১)*।

৭. ক্বওমার দো'আ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ.

উচ্চারণ : রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু হাম্‌দান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময় *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৪-৭৭)*।

অথবা বলবে, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ **উচ্চারণ :** রব্বানা লাকাল হাম্‌দ।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা (ঐ)।

৮. সিজদার দো'আ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা, আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী।

অর্থ : হে আল্লাহ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭১)* ।

অথবা, কমপক্ষে তিনবার পড়বে, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

উচ্চারণ : সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা।

অর্থ : মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৮১)*।

৯. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ারহাম্‌নী ওয়াজ্‌বুরনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া 'আ-ফেনী ওয়ার্‌ঝুক্বনী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রূযী দান করুন *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯০০)*।

১০. তাশাহ্হুদ (আত্তাহিইয়া-তু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণ : আত্তাহিইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াছ্ ছালাওয়া-তু ওয়াত্ ত্বাইয়িবা-তু আসসালা-মু 'আলায়কা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আসসালা-মু 'আলায়না ওয়া 'আলা 'ইবা-দিল্লা-হিছ ছা-লেহীন। আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহু ।

অর্থ : যাবতীয় সম্মান, যাবতীয় উপাসনা ও যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধি সমূহ নাযিল হউক। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের উপরে ও আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাগণের উপরে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৯)*।

১১. দরূদ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ছাল্লে 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লায়তা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লে ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা বা-রক্তা 'আলা ইব্রা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লে ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯১৯)*।

১২. দো'আয়ে মাছূরাহ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدَكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্সী যুলমান কাছীরাঁও অলা ইয়াগ্ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা, ফাগ্ফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ারহাম্নী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রহীম'।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। ঐসব গুনাহ মাফ করার কেউ নেই আপনি ব্যতীত। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হ'তে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪২)*।

১৩. সালাম ফিরানোর পরের দো'আ সমূহ

(١) اَللهُ أَكْبَرُ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُاللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ.

১. উচ্চারণ : আল্লা-হু আকবার (একবার সরবে)। আস্তাগফিরুল্লা-হ, আসতাগ্ফিরুল্লা-হ, আস্তাগ্ফিরুল্লা-হ (তিনবার)।

অর্থ : আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯৫৯, ৯৬১)*।

(٢) اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ.

২. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আন্তাস্ সালা-মু ওয়া মিন্কাস্ সালা-মু, তাবা-রক্তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইক্রা-ম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০)*।

(٣) لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ-اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৩. উচ্চারণ : লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ (উঁচুস্বরে)। আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুক্রিকা ওয়া হুসনে 'ইবা-দাতিকা। আল্লা-হুম্মা লা মা-নে'আ লেমা আ'ত্বায়তা অলা মু'ত্বিয়া লেমা মানা'তা অলা ইয়ান্ফা'উ যাল জাদ্দে মিন্কাল জাদ্দু।

অর্থ : নেই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ব্যতীত'। 'হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন'। 'হে আল্লাহ! আপনি যা দিতে চান, তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন, তা দেওয়ার কেউ নেই। কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ কোন উপকার করতে পারে না আপনার রহমত ব্যতীত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৩)*।

(٤) رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

৪. উচ্চারণ : রাযীতু বিল্লা-হে রব্বাঁও ওয়া বিল ইসলা-মে দীনাঁও ওয়া বিমুহাম্মাদিন্ নাবিইয়া।

অর্থ : আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম আল্লাহ্র উপরে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের উপরে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদের উপরে নবী হিসাবে *(আবুদাঊদ হা/১৫২৯)*।

(٥) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْقَبْرِ.

৫. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল জুব্নে ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল বুখ্লে ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন আরযালিল 'ওমোরে; ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ ফিৎনাতিদ দুন্ইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাবরে।

অর্থ : হে আল্লাহ! (১) আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ভীরুতা হ'তে (২) আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা হ'তে (৩) আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিকৃষ্টতম বয়স হ'তে এবং (৪) আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিৎনা হ'তে ও (৫) কবরের আযাব হ'তে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৪)*।

(٦) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

৬. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হাযানে ওয়াল 'আজঝে ওয়াল কাসালে ওয়াল জুবনে ওয়াল বুখলে ওয়া যালা'ইদ দায়নে ওয়া গালাবাতির রিজা-লে।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা হ'তে, অক্ষমতা ও অলসতা হ'তে, ভীরুতা ও কৃপণতা হ'তে এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের যবরদস্তি হ'তে *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৫৮)*।

(٧) سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رِضَاءَ نَفْسِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

৭. উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হে ওয়া বেহাম্‌দিহী 'আদাদা খাল্‌ক্বিহী ওয়া রিযা-আ নাফ্‌সিহী ওয়া ঝিনাতা 'আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালেমা-তিহ।

অর্থ : মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সত্তার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ এবং তাঁর আরশের ওযন ও মহিমাময় বাক্য সমূহের ব্যাপ্তি সমপরিমাণ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০১)*।

(٨) يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ، اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

৮. উচ্চারণ : ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূবে ছাব্বিত ক্বালবী 'আলা দ্বীনিকা, আল্লা-হুম্মা মুছাররিফাল কুলূবে ছাররিফ কুলূবানা 'আলা ত্বোয়া-'আতিকা।

অর্থ : হে হৃদয় সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখো'। 'হে অন্তর সমূহের রূপান্তরকারী! আমাদের অন্তর সমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১০২; মুসলিম হা/৬৯২১)*।

(٩) اَللَّهُمَّ أَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ وَ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ.

৯. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আদখিলনিল জান্নাতা ওয়া আজিরনী মিনান্ না-র।

অর্থ : হে আল্লাহ তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ দাও! *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৭৮)*।

(١٠) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَي وَالتُّقَيْ وَالْعَفَافَ وَالْغِنَي.

১০. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত তুক্বা ওয়াল ‘আফা-ফা ওয়াল গিণা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সুপথের নির্দেশনা, পরহেযগারিতা, পবিত্রতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৪)*।

(١١) سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللهُ أَكْبَرُ، لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

১১. উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হ (৩৩ বার)। আলহাম্‌দুলিল্লা-হ (৩৩ বার)। আল্লাহু-আকবার (৩৩ বার)। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর (১ বার)। **অথবা** আল্লা-হু আকবার (৩৪ বার)।

অর্থ : পবিত্রতাময় আল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। নেই কোন উপাস্য একক আল্লাহ ব্যতীত; তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৬, ৯৬৭)*।

(١٢) سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

১২. উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্‌দিহী, সুব্‌হা-নাল্লা-হিল ‘আযীম।

অর্থ : মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। মহাপবিত্র আল্লাহ, যিনি মহান *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৬-৯৮)*।

১৪. আয়াতুল কুরসী

(١٣) اَللهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلاَ يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

১৩. উচ্চারণ : আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম। লা তা'খুযুহু সেনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতে ওয়ামা ফিল আরয। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইন্দাহূ ইল্লা বিইয্‌নিহি। ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন 'ইল্‌মিহী ইল্লা বিমা শা-আ; ওয়াসে'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তে ওয়াল আরয; ওয়ালা ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল 'আলিইয়ুল 'আযীম।

অর্থ : আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোন তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে পাকড়াও করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতুটুকু তিনি দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী সমগ্র আসমান ও যমীন পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলির তত্ত্বাবধান তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত' *(নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮, সিলসিলা ছহীহা হা/৯৭২; মিশকাত হা/৯৭৪)*। শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২১২২-২৩)*।

জরুরী জ্ঞাতব্য

১. ছালাতে ছানা পড়ার পূর্বে আঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়তে হয় না।
২. প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহার পূর্বে আঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ এবং অন্যান্য রাক'আতে শুধু বিসমিল্লাহ পড়তে হয়।
৩. অন্যান্য সূরার শুরুতে সর্বাবস্থায় শুধু বিসমিল্লাহ পড়তে হয়।
৪. রাক'আত শুরুর পরে জামা'আতে শরীক হ'লে ছানা পড়তে হয় না। বরং ইমাম যে অবস্থায় থাকে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে সাথে সাথে সে অবস্থাতেই যেতে হয়।
৫. রুকু ও সিজদায় কুরআনের আয়াত সম্বলিত কোন দো'আ পড়া উচিত নয়।
৬. ছালাতের মাঝে কোন ভুল-ভ্রান্তি হলে সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাহু সিজদা দিতে হয়। আর যদি সালাম ফিরানোর পরে ভুল ধরা পড়ে তবে তখনই দু'টি সাহু সিজদা দিয়ে পুনরায় সালাম ফিরাতে হয়।

ছালাতের অন্যান্য দো'আ

১. দো'আয়ে কুনূত

اَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَي عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَ لاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ وَصَلَّي اللهُ عَلَى النَّبِيِّ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বা-রিক্লী ফীমা 'আ'ত্বায়তা, ওয়া ক্বিনী শার্রা মা ক্বাযায়তা; ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়া লা ইয়ুক্বযা 'আলায়কা, ইন্নাহূ লা ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়া-লায়তা, ওয়া লা ইয়া'ইয্যু মান্ 'আ-দায়তা, তাবা-রক্তা রব্বানা ওয়া তা'আ-লায়তা, ওয়া ছাল্লাল্লা-হু 'আলান্ নাবী।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়ছালা করে রেখেছ, তার অনিষ্ট হ'তে আমাকে বাঁচাও। কেননা তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ, সে কোনদিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে দুশমনী কর, সে কোনদিন সম্মানিত হ'তে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ। আল্লাহ তাঁর নবীর উপরে রহমত বর্ষণ করুন *(সুনানু আরবা'আহ, দারেমী, মিশকাত হা/১২৭৩; মির'আত ৪/২৮৫)*।

২. জানাযার ছালাতে পঠিতব্য দো‘আ

(١) اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্ফির লিহাইয়েনা ওয়া মাইয়েতেনা ওয়া শা-হেদেনা ওয়া গা-য়েবেনা ওয়া ছাগীরেনা ওয়া কাবীরেনা ওয়া যাকারেনা ওয়া উন্ছা-না, আল্লা-হুম্মা মান আহ্য়াইতাহূ মিন্না ফাআহ্য়িহী ‘আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্ফায়তাহূ মিন্না ফাতাওফ্ফাহূ ‘আলাল ঈমান। আল্লা-হুম্মা লা তাহ্রিমনা আজরাহূ ওয়া লা তাফ্তিন্না বা‘দাহূ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত-অনুপস্থিত আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে মারতে চান, তাকে ঈমানের হালতে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই মাইয়েতের (জন্য দো‘আ করার) উত্তম প্রতিদান হ’তে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৭৫)*।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দো‘আ যা প্রথমটির সাথে যোগ করে পড়া যায় বিশেষভাবে মাইয়েতের উদ্দেশ্যে। যেমন,

(٢) اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّي الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্ফির লা-হূ ওয়ারহামহু ওয়া ‘আ-ফিহি ওয়া‘ফু ‘আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহূ ওয়া ওয়াস্সি‘ মাদ্খালাহূ; ওয়াগ্সিলহু বিলমা-এ

ওয়াছ্ছালজে ওয়াল বারাদে; ওয়া নাক্বক্বিহি মিনাল খাত্বা-য়া কামা ইউনাক্বক্বাছ্ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্ দানাসি; ওয়া আবদিলহু দা-রান খায়রান মিন দা-রিহী ওয়া আহলান খায়রাম মিন আহলিহী ওয়া যাওজান খায়রাম মিন যাওজিহী; ওয়া আদখিল্হুল জান্নাতা ওয়া আ'ইয্হু মিন 'আযা-বিল ক্বাবরে ওয়া মিন 'আযা-বিন না-রে।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি এই মাইয়েতকে ক্ষমা করুন। তাকে অনুগ্রহ করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন এবং তার গোনাহ মাফ করুন। আপনি তাকে সম্মানজনক আতিথেয়তা প্রদান করুন। তার বাসস্থান প্রশস্ত করুন। আপনি তাকে পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা ধৌত করুন এবং তাকে পাপ হ'তে এমনভাবে মুক্ত করুন, যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা হ'তে ছাফ করা হয়। আপনি তাকে দুনিয়ার গৃহের বদলে উত্তম গৃহ দান করুন। তার দুনিয়ার পরিবারের চাইতে উত্তম পরিবার এবং দুনিয়ার জোড়ার চাইতে উত্তম জোড়া দান করুন। তাকে আপনি জান্নাতে দাখিল করুন এবং তাকে কবরের আযাব হ'তে ও জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন *(মুসলিম হা/২২৭৬, মিশকাত হা/১৬৫৫)*।

৩. ছালাতুল ইস্তিস্ক্বায় পঠিতব্য দো'আ সমূহ

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لآ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ-اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللّٰهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَّ بَلاَغًا إِلَى حِيْنٍ.

১. উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন, আররহমা-নির রহীম, মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ইয়াফ'আলু মা ইউরীদু। আল্লা-হুম্মা আনতাল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা আনতা। আনতাল গানিইয়ু ওয়া নাহ্নুল ফুক্বারা-উ। আনঝিল 'আলায়নাল গায়ছা ওয়াজ'আল মা আনঝালতা 'আলায়না কুউওয়াতাঁও ওয়া বালা-গান ইলা হীন।

অর্থ : সকল প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য। যিনি করুণাময় ও কৃপানিধান। যিনি বিচার দিবসের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই-ই করেন। হে প্রভু! আপনি আল্লাহ। আপনি

ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আপনি মুখাপেক্ষীহীন ও আমরা সবাই মুখাপেক্ষী। আমাদের উপরে আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করুন! যে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তা যেন আমাদের জন্য শক্তির কারণ হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণ লাভে সহায়ক হয় *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৫০৮)*।

(٢) اَللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

২. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাস্‌ক্বে 'ইবা-দাকা ওয়া বাহা-এমাকা ওয়ানশুর রহমাতাকা ওয়াহ্‌ইয়ে বালাদাকাল মাইয়েতা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি পান করান আপনার বান্দাদেরকে ও জীবজন্তু সমূহকে এবং আপনার রহমত ছড়িয়ে দিন ও আপনার মৃত জনপদকে পুনর্জীবিত করুন *(মুওয়াত্ত্বা, আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৫০৬)*।

(٣) اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا مَّرِيْعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ.

৩. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাসক্বেনা গায়ছাম মুগীছাম মারীআম মারী'আ, না-ফে'আন গায়রা যা-র্রিন 'আ-জেলান গায়রা আ-জেলিন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দান করুন, যা চাহিদা পূরণকারী, পিপাসা নিবারণকারী ও শস্য উৎপাদনকারী। যা ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী এবং যা দেরীতে নয় বরং দ্রুত আগমনকারী *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৫০৭)*।

এই সময় বৃষ্টি দেখলে বলবে, اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا *আল্লা-হুম্মা ছাইয়েবান না-ফে'আন (বুখারী, মিশকাত হা/১৫০০)*।

খানাপিনা সংক্রান্ত দো‘আ সমূহ

১. খাওয়া শুরুর দো‘আ

بِسْمِ اللهِ. উচ্চারণ : বিসমিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯)*।

২. খাওয়ার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে ভুলে গেলে দো‘আ

بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে এর শুরু ও শেষ *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, হা/৪২০২)*।

৩. খাওয়া শেষের দো‘আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ. উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লা-হ।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০)*।

৪. দুধ পান শেষের দো‘আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া ঝিদনা মিনহু।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই খাদ্যে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চাইতে উত্তম খাওয়াও *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২৮৩)*।

৫. খাওয়া শেষে প্লেট বা দস্তারখানা উঠানোর দো‘আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ.

উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি।

অর্থ : আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা, যা অগণিত, পবিত্র ও বরকত মণ্ডিত... *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯)*।

৬. মেযবানের জন্য দো‘আ

(١) اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আত্ব‘ইম মান আত্ব‘আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাকে খাওয়াও যিনি আমাকে খাইয়েছেন এবং তাকে পান করাও যিনি আমাকে পান করিয়েছেন *(মুসলিম হা/৫৪৮৩)*।

(٢) اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিক্লাহুম ফীমা রাঝাক্বতাহুম ওয়াগফিরলাহুম ওয়ার হাম্হুম।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাদের যে রূযী দান করেছ, তাতে প্রবৃদ্ধি দান কর। তুমি তাদের ক্ষমা কর ও তাদের উপর রহম কর *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩১৫)*।

৭. খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র ঢাকার সময় বলবে

بِسْمِ اللهِ. **উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহ্র নামে শুরু করছি *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ.

‘মহান আল্লাহ্র নিকট দো‘আর চাইতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ বিষয় আর কিছু নেই’ *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীছ হাসান, মিশকাত হা/২২৩২)*।

লেখা-পড়া সংক্রান্ত দো'আ সমূহ

১. লেখা-পড়া শুরুর দো'আ

(١) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

(১) উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম।

অর্থ : পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি) *(আলাক্ব ১)*।

(٢) رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ-وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ-وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ-يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ.

(২) উচ্চারণ : রব্বিশ রহ-লী ছদরী ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানী ইয়াফকহু কওলী।

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার করণীয় কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে *(ত্বোয়াহা ২৫-২৮)*।

(٣) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَرِزْقًا طَيِّبًا.

(৩) উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা 'ইলমান নাফে'আন, ওয়া 'আমালাম মুতাক্বাব্বালান, ওয়া রিঝক্বান ত্বাইয়েবান।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, ত্বাবারাণী ছাগীর, মিশকাত হা/২৪৯৮)*।

২. লেখা-পড়া শেষের দো'আ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ : মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)। *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০)*।

৩. নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দো‘আ

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا.

উচ্চারণ : রব্বি ঝিদনী ‘ইল্মা।

অর্থ : হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও *(ত্বোয়াহা ১১৪)*।

৪. অন্যের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দো‘আ

اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ফাক্বিহহু ফিদ্দীন।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের বুঝ দান কর *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৩৯)*।

৫. কুরআন তেলাওয়াত শেষের দো‘আ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ : ‘মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)। *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০)*।

সালাম বিনিময় ও কুশলাদী সংক্রান্ত দো'আ সমূহ

১. সালাম প্রদানের সময় বলবে

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

উচ্চারণ : আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ ।

অর্থ : আপনার (বা আপনাদের) উপর শান্তি ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৪)*।

২. সালামের জবাবে বলবে

وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

উচ্চারণ : ওয়া আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ।

অর্থ : আপনার (বা আপনাদের) উপরেও শান্তি এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া সমূহ বর্ষিত হৌক *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৪)*।

৩. অন্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত সালামের জবাবে বলবে

عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ. **উচ্চারণ :** আলায়কা ওয়া আলাইহিস সালাম।

অর্থ : আপনার ও তাঁর উপরে শান্তি বর্ষিত হউক *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৫৫)*।

৪. অমুসলিমদের সালামের জবাবে বলবে

وَعَلَيْكُمْ. **উচ্চারণ :** 'ওয়া আলায়কুম'।

অর্থ : আপনার উপরেও *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৭)*।

৫. কেউ কুশলাদি জিজ্ঞেস করলে বলবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ. **উচ্চারণ :** আলহামদুলিল্লা-হ।

অর্থ : আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা *(সূরা ইবরাহীম ৭; বুখারী হা/৩৩৬৪)*।

৬. কেউ দো'আ চাইলে তার জন্য দো'আ

بَارَكَ اللهُ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লা-হু ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা।

অর্থ : আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে প্রবৃদ্ধি দান করুন *(নাসাঈ, মিশকাত হা/২৯২৬)।*

হাঁচি ও তার জবাব সংক্রান্ত দো'আ সমূহ

১. হাঁচি দিলে বলবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লা-হ; **অর্থ :** আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৩৩)*।

অথবা,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. **উচ্চারণ :** আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন।

অর্থ : বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৭৪১)*।

অথবা,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. **উচ্চারণ :** আলহামদুলিল্লা-হি 'আলা কুল্লে হা-ল।

অর্থ : সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রশংসা *(তিরমিযী, দারেমী, হাকেম, মিশকাত হা/৪৭৩৯, ৪৭৪৪)*।

২. হাঁচির জবাবে বলবে

يَرْحَمُكَ اللهُ. **উচ্চারণ :** ইয়ারহামুকাল্লা-হ।

অর্থ : আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৩৩)*।

৩. হাঁচির জবাব শুনে বলবে

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

উচ্চারণ : ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম।

অর্থ : আল্লাহ আপনাকে (বা আপনাদেরকে) হেদায়াত করুন এবং আপনার (বা আপনাদের) সংশোধন করুন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৩৩)*।

৪. অমুসলিমদের হাঁচির জবাবে বলবে

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

উচ্চারণ : ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম।

অর্থ : আল্লাহ আপনাকে (বা আপনাদেরকে) হেদায়াত করুন এবং আপনার (বা আপনাদের) সংশোধন করুন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭৪০)*।

মঙ্গল-অমঙ্গল ও বিপদাপদে পঠিতব্য দো'আ সমূহ

১. শুভ সংবাদ শুনলে ও মঙ্গলজনক কিছু দেখলে বলবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লা-হ। **অর্থ :** আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা *(বুখারী)*।

২. মৃত্যু সংবাদ বা কোন অশুভ সংবাদ শুনলে বলবে

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'উন।

অর্থ : আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৬)*।

৩. দুঃখজনক কিছু দেখলে, ঘটলে বা শুনলে বলবে

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'উন।

অর্থ : আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৬)*।

৪. দুঃখ বা সংকটের সম্মুখীন হলে বলবে

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ.

উচ্চারণ : ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছ।

অর্থ : হে চিরঞ্জীব! হে চিরন্তন! তোমার দয়ার মাধ্যমে তোমার নিকট সাহায্য চাই *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৫৪)*।

৫. রোগী দেখার বা পরিচর্যার দো'আ

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا.

উচ্চারণ : আয্হিবিল বা'স, রব্বান না-স! ওয়াশ্ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা।

অর্থ : কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩০)*।

(٢) لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَآءَ اللهُ.

উচ্চারণ : লা বা’সা ত্বহূরুন ইনশা-আল্লাহ।

অর্থ : কষ্ট থাকবে না। আল্লাহ চাহে তো দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫২৯)*।

৬. পসন্দনীয় কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী বিনি‘মাতিহি তাতিম্মুছ ছা-লিহা-ত।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যার অনুগ্রহে সকল শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৩)*।

৭. অপসন্দনীয় কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে

اَلْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লা-হি ‘আলা কুল্লে হা-ল।

অর্থ : সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৩)*।

৮. বিস্ময়কর কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে

سُبْحَانَ اللهِ. **উচ্চারণ :** সুবহা-নাল্লা-হ।

অর্থ : মহাপবিত্র তুমি হে আল্লাহ! *(বুখারী হা/৬২১৮)*।

৯. ভয় থেকে পরিত্রাণের দো‘আ

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ‘আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না‘ঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে ওদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং ওদের অনিষ্ট সমূহ হ’তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪১)*।

১০. ঝড়-তুফানের সময় পঠিতব্য দো'আ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহী; ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা ফীহা ওয়া মিন শার্রি মা উরসিলাত বিহী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে এর মঙ্গল, এর মধ্যকার মঙ্গল ও যা নিয়ে ওটি প্রেরিত হয়েছে, তার মঙ্গল সমূহ প্রার্থনা করছি এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর অমঙ্গল হ'তে, এর মধ্যকার অমঙ্গল হ'তে এবং যা নিয়ে ওটি প্রেরিত হয়েছে, তার অমঙ্গল সমূহ হ'তে *(বুখারী ও মুসলিম মিশকাত হা/১৫১৩)*।

১১. বজ্রের আওয়ায শুনে বলবে

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلآئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লাযী ইয়ুসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহি।

অর্থ : মহা পবিত্র সেই সত্তা যাঁর গুণগান করে বজ্র ও ফেরেশতামণ্ডলী সভয়ে *(রা'দ ১৩; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৫২২)*।

১২. বৃষ্টি চাওয়ার দো'আ

اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا مَرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাসক্বিনা গাইছাম মুগীছাম মারীআন মারী'আন না-ফি'আন গাইরা যা-র্‌রিন 'আ-জিলান গাইরা আ-জিলিন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দান করুন, যা চাহিদা পূরণকারী, পিপাসা নিবারণকারী ও শস্য উৎপাদনকারী। যা ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী এবং যা দেরীতে নয় বরং দ্রুত আগমনকারী *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪২১)*।

১৩. ক্ষতিকর ও অতিবৃষ্টি বন্ধের দো‘আ

اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَعَلَيْنَا-اَللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْاُجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লায়না অলা ‘আলাইনা, আল্লা-হুম্মা ‘আলাল আকা-মি ওয়াল্ জিবা-লি ওয়াল্ উজা-মি ওয়ায্ যিরা-বি ওয়াল্ আওদিইয়াতি ওয়া মানা-বিতিশ্ শাজারি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে করিও না। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ কর *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯০২)*।

১৪. ভূমিকম্প বা কোন আকস্মিক বিপদে বলবে

لَآ إِلَهَ اِلاَّ اللهُ. **উচ্চারণ :** লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ।

অর্থ : নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৫৪)*।

অথবা বলবে, اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَعَلَيْنَا.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লায়না অলা ‘আলাইনা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯০২)*।

১৫. ঋণদাতার জন্য দো‘আ

بَارَكَ اللهُ تَعَالَي فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লা-হু তা‘আলা ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা।

অর্থ : মহান আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন *(নাসাঈ, মিশকাত হা/২৯২৬)*।

গমনাগমন ও ভ্রমণ সংক্রান্ত দো'আ সমূহ

১. বাড়ীতে প্রবেশের দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬১)*।

অতঃপর গৃহবাসীর উদ্দেশ্যে অনধিক তিনবার সরবে 'সালাম' দিয়ে *(নূর ৬১)* তথায় প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনুমতি না পেলে ফিরে যাবে *(নূর ২৭-২৮ ও ৬১; বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৬৭)*।

২. বাড়ী থেকে বের হওয়ার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ : আল্লাহ্র নামে, (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪৩)*।

৩. বিদায়কালে পরস্পরের উদ্দেশ্যে পঠিতব্য দো'আ

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ.

উচ্চারণ : আসতাওদি'উল্লা-হা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লিকুম।

অর্থ : আমি (আপনার বা আপনাদের) দ্বীন, ও আমানত সমূহ এবং শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্র হেফাযতে ন্যস্ত করলাম *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৩৫)*।

৪. পরিবহনে আরোহন ও সফর বা ভ্রমণের দো'আ

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَي وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَي، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ

عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهُ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَ الْأَهْلِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার (৩ বার)। সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বালিবূন। আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্রা ওয়াত তাক্বওয়া ওয়া মিনাল ‘আমালে মা তারযা; আল্লা-হুম্মা হাওভিন ‘আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়াত্বভে লানা বু‘দাহূ, আল্লা-হুম্মা আনতাছ ছা-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল আহ্লি ওয়াল মা-লি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিন ওয়া‘ছা-ইস সাফারি, ওয়া কাআ-বাতিল মানযারি, ওয়া সূইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহ্লি।

অর্থ : আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (তিনবার)। মহা পবিত্র সেই সত্তা যিনি এই বাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা একে অনুগত করার ক্ষমতা রাখি না। আর আমরা সবাই আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকটে আমাদের এই সফরে কল্যাণ ও তাক্বওয়া এবং এমন কাজ প্রার্থনা করি, যা আপনি পসন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের উপরে এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি এই সফরে আমাদের একমাত্র সাথী এবং পরিবারে ও মাল-সম্পদে আপনি আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পানাহ চাই সফরের কষ্ট, খারাব দৃশ্য এবং মাল-সম্পদ ও পরিবারের নিকটে মন্দ প্রত্যাবর্তন হ’তে *(সূরা যুখরুফ ১৩-১৪; মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২০)*।

৫. উপরে আরোহণের দো‘আ

اَللهُ أَكْبَرُ উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার।

অর্থ : আল্লাহ সবার চেয়ে বড় *(বুখারী, মিশকাত হা/২৪৫৩)*।

৬. নীচে অবতরণের দো‘আ

سُبْحَانَ اللهِ. উচ্চারণ : সুবহানাল্লা-হ।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা‘আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি *(বুখারী, মিশকাত হা/২৪৫৩)*।

৭. নৌকা ও ভাসমান যানে আরোহণের দো'আ

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি মাজ্‌রেহা-ওয়া মুর্‌সা-হা-ইন্না-রব্বী লাগাফুরুর রহীম।

অর্থ : এর গতি ও এর স্থিতি আল্লাহ্‌র নামে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল দয়াবান *(হূদ ৪১)*।

৮. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দো'আ

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার (৩ বার)। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা 'আ-বিদূনা সা-জিদূনা লিরব্বিনা হা-মিদূনা।

অর্থ : 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (তিনবার), আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা কেবল তাঁর জন্যই। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী রূপে........ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২৫)*।

ছিয়াম, রামাযান ও ঈদ সংশ্লিষ্ট দো'আ সমূহ

১. নতুন চাঁদ দেখার দো'আ

اللهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَي، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু 'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি, ওয়াস্‌সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি, ওয়াততাওফীক্বি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা; রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লা-হ।

অর্থ : আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশী হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪২৮)*।

২. ইফতারের দো'আ

بِسْمِ اللهِ. **উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯)*।

৩. ইফতার শেষের দো'আ

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَآءَ اللهُ.

উচ্চারণ : যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূক্বু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ।

অর্থ : তৃষ্ণা দূর হ'ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হ'ল *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩)*।

অথবা শুধু বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ. 'আলহামদুলিল্লা-হ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০)*।

৪. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২০৯১)*।

৫. ঈদে পারস্পরিক সাক্ষাতের দো'আ

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ.

উচ্চারণ : তাক্বাব্বালাল্লা-হু মিন্না ওয়া মিনকা।

অর্থ : আল্লাহ আমাদের ও আপনার বা আপনাদের পক্ষ হ'তে কবুল করুন! *(শু'আবুল ঈমান হা/৩৪৪৬; তামামুল মিন্নাহ ১/৩৫৪ পৃঃ)*।

৬. কুরবানী করার দো'আ

(١) بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ : বিস্মিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার।

অর্থ : আমি আল্লাহ্র নামে যবেহ করছি, তিনি মহান *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৩)*।

(٢) بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলি বাইতী।

অর্থ : আমি আল্লাহ্র নামে যবেহ করছি। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩১৬)*।

৭. ঈদায়নের তাকবীর বা দো'আ

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হু আক্বার আল্লা-হু আক্বার লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আক্বার আল্লা-হু আক্বার ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ।

অর্থ : আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য *(ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ; যাদুল মা'আদ ১/৪৩৩)*।

দৈনন্দিন পঠিতব্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দো'আ সমূহ

১. দরজা-জানালা বন্ধ করার সময় দো'আ

بِسْمِ اللهِ. **উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৪)*।

২. ঘুমানোর দো'আ

اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি। অর্থাৎ তোমার নামে আমি শয়ন করছি এবং তোমারই দয়ায় আমি পুনরায় জাগ্রত হব *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৮২)*।

৩. ঘুম থেকে উঠে দো'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৮২)*।

৪. দুঃস্বপ্ন দেখলে দো'আ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ : আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম।

অর্থ : আমি অভিশপ্ত শয়তান হ'তে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২)*।

৫. সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দো'আ

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ إِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুর্‌রু মা'আ ইসমিহী শাইয়ুন ফিল্ আর্‌যি ওয়া লা ফিসসামা-ই ওয়া হুয়াস সামী'উল 'আলীম।

অর্থ : আমি ঐ আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৯১)*।

৬. অন্যের অনিষ্ট ও ভয় থেকে পরিত্রাণের দো'আ

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'ঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে ওদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং ওদের অনিষ্ট সমূহ হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪১)*।

৭. আয়না দেখার দো'আ

اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা হাসসানতা খালকী ফা আহসিন খুলুক্বী।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছ, তুমি আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫০৯৯)*।

৮. তওবার দো'আ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে।

অর্থ : আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি) *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩)*।

৯. জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম হতে পরিত্রাণের দো'আ

اَللَّهُمَّ أَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ وَ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আদখিলনিল জান্নাতা ওয়া আজিরনী মিনান্ না-র।

অর্থ : হে আল্লাহ তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ দাও! *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৭৮)*।

১০. পিতা-মাতার জন্য দো'আ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً.

উচ্চারণ : রব্বীরহাম্হুমা কামা রব্বাইয়া-নী।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উপরে দয়া কর, যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়ার সাথে প্রতিপালন করেছিলেন *(সূরা ইসরা ২৪)*।

১১. শিশুদের জন্য শয়তান থেকে পরিত্রাণ লাভের দো'আ

أُعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّـةٍ.

উচ্চারণ : আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিং কুল্লি শাইত্ব-নিওঁ ওয়া হা-ম্মাহ, ওয়া মিং কুল্লি 'আইনিল লা-ম্মাহ।

অর্থ : প্রত্যেক শয়তান হ'তে আল্লাহ্র পূর্ণ কালেমা দ্বারা তোমাদের দু'জনের জন্য পরিত্রাণ চাচ্ছি। আর পরিত্রাণ চাচ্ছি প্রত্যেক বিষাক্ত কীট হ'তে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চক্ষু হ'তে (*বুখারী, মিশকাত হা/১৫৩৫*)।

১২. সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আ

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لآ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আ'উযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা'তু। আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবুউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই। *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫)*।

১৩. কবরে লাশ রাখার দো'আ

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর মিল্লাতের উপর (লাশকে কবরে রাখছি) *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ছহীহ ইবনু হিব্বান, বুলূগুল মারাম, হা/৫৭৫)*।

১৪. কবর যিয়ারতের দো'আ

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ.

উচ্চারণ : আস্‌সালা-মু 'আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেকূনা।

অর্থ : মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৭)*।

১৫. উপকারী ব্যক্তির জন্য পঠিতব্য দো'আ

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا. **উচ্চারণ :** জাযা-কাল্লা-হু খায়রান।

অর্থ : আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০২৪)*।

১৬. ঋণদাতা (বা যে কোন দাতার) জন্য দো'আ

بَارَكَ اللهُ تَعَالَي فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লা-হু তা'আলা ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা।

অর্থ : আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে প্রবৃদ্ধি দান করুন *(নাসাঈ, মিশকাত হা/২৯২৬)*।

১৭. নতুন কাপড় পরিধানের দো'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ.

উচ্চারণ : আলহাম্‌দুলিল্লা-হিল্লাযি কাসা-নী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতিন।

অর্থ : যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি আমার কোন ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন ও এটি প্রদান করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৩)*।

১৮. মজলিশ বা বৈঠক শেষের দো'আ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ : 'মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)। *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০)*।
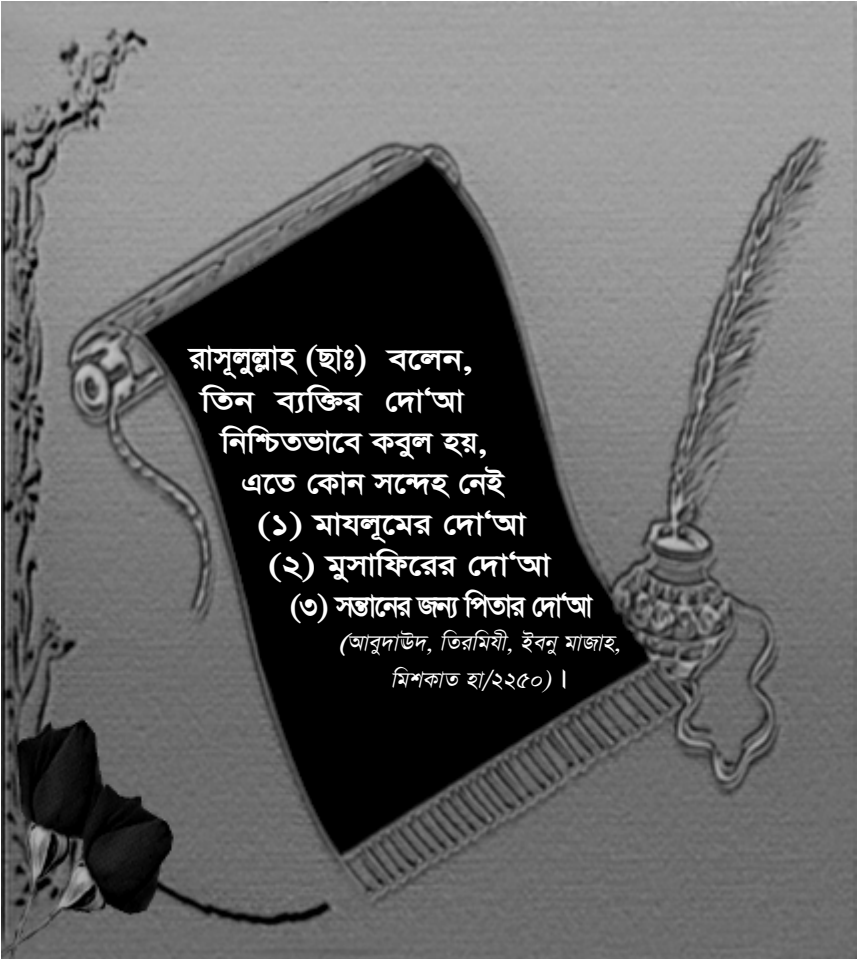
কালেমা প্রসঙ্গ

১. কালেমায়ে ত্বাইয়্যেবা

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু

অর্থ : নাই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত।

২. কালেমায়ে শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

উচ্চারণ : আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নাই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

৩. কালেমায়ে তাওহীদ

لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ : নাই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশীল।

৪. কালেমায়ে তামজীদ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হে ওয়াল হামদু লিল্লা-হে ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াত ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ : সর্বোচ্চ পবিত্রতা ও যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। নাই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ মহান। নাই ক্ষমতা নাই আল্লাহ ব্যতীত।

ঈমান প্রসঙ্গ

১. ঈমানে মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত ঈমান

آمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهِ وَ صِفَاتِهِ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهِ وَ اَرْكَانِهِ.

উচ্চারণ : আ-মান্‌তু বিল্লা-হি কামা হুয়া বি আস্‌মা-ইহী ওয়া ছিফা-তিহী ওয়া ক্বাবিল্‌তু জামীআ আহকামিহী ওয়া আরকা-নিহী।

অর্থ: আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্‌র উপরে তাঁর যাবতীয় নাম ও গুনাবলী সহকারে এবং কবুল করলাম তার যাবতীয় আহকাম ও আরকান সমুহকে।

২. ঈমানে মুফাছ্ছাল বা বিস্তারিত ঈমান

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَي.

উচ্চারণ : আ-মান্‌তু বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইয়া কাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল ক্বাদ্‌রি খায়রিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লা-হি তা'আলা।

অর্থ : আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপরে, তাঁর ফিরিশতাগণের উপরে, তাঁর প্রেরিত কিতাব সমুহের উপরে, তাঁর রাসূলগণের উপরে, ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং আল্লাহর পক্ষ হ'তে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে।

৩. ঈমানের গুরুর্ত্ব প্রসঙ্গে একটি হাদীছ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَي عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ *(متفق عليه)*.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ঈমানের সত্তরেরও অধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল কালেমা 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' বলা। সর্বনিম্ন হ'ল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের এটি শাখা *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫)*

প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সূরা সমূহ

১. সূরায়ে ফাতিহা (মুখবন্ধ) সূরা-১, মাক্কী

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧ (آمين).

উচ্চারণ : আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম।

(১) আলহাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন (২) আর রহমা-নির রহীম (৩) মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন (৪) ইইয়া-কা না'বুদু ওয়া ইইয়া-কা নাস্তা'ঈন (৫) ইহ্‌দিনাছ ছিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম (৬) ছিরা-ত্বাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম (৭) গায়রিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়া লায্ যোয়া-ল্লীন।

অনুবাদ : আমি অভিশপ্ত শয়তান হ'তে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)। (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক (২) যিনি করুণাময় কৃপানিধান (৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক (৪) আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি (৫) আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন! (৬) এমন লোকদের পথ, যাঁদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন (৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে'। আমীন! (হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন)।

২. সূরা ইখলাছ (খালেছ বিশ্বাস) সূরা-১১২, মাক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

উচ্চারণ : (১) কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ (২) আল্লা-হুছ ছামাদ (৩) লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ুলাদ (৪) ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) বলুন, তিনি আল্লাহ এক (২) আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন (৩) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন (৪) এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

৩. সূরা কাওছার (হাউয কাওছার-জান্নাতী জলাধার) সূরা-১০৮, মাদানী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اِنَّاۤ اَعۡطَیۡنٰکَ الۡکَوۡثَرَ ؕ﴿۱﴾ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انۡحَرۡ ؕ﴿۲﴾ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الۡاَبۡتَرُ ﴿۳﴾

উচ্চারণ : (১) ইন্না আ'ত্বায়না-কাল কাওছার (২) ফাছাল্লে লে রব্বিকা ওয়ান্‌হার (৩) ইন্না শা-নিআকা হুওয়াল আবতার।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে 'কাওছার' দান করেছি (২) অতএব আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন ও কুরবানী করুন (৩) নিশ্চয়ই আপনার শত্রুই নির্বংশ।

৪. সূরা নাস (মানব জাতি) সূরা-১১৪, মাদানী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۴﴾ الَّذِىۡ يُوَسۡوِسُ فِىۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ﴿۵﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۶﴾

উচ্চারণ : (১) কুল আ'ঊযু বি রব্বিন্না-স (২) মালিকিন্না-স (৩) ইলা-হিন্না-স (৪) মিন শার্রিল ওয়াস্ওয়া-সিল খান্না-স (৫) আল্লাযী ইয়ুওয়াস্ভিসু ফী ছুদূরিন্না-স (৬) মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-স।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার (২) মানুষের অধিপতির (৩) মানুষের উপাস্যের (৪) গোপন কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হ'তে (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তর সমূহে (৬) জিনের মধ্য হ'তে ও মানুষের মধ্য হ'তে।

৫. সূরা ফালাক্ব (প্রভাতকাল) সূরা-১১৩, মাদানী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

উচ্চারণ : (১) কুল আ'ঊযু বি রব্বিল ফালাক্ব (২) মিন শার্রি মা খালাক্ব (৩) ওয়া মিন শার্রি গা-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব (৪) ওয়া মিন শার্রিন নাফ্ফা-ছা-তি ফিল 'উক্বাদ (৫) ওয়া মিন শার্রি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের প্রতিপালকের (২) যাবতীয় অনিষ্ট হ'তে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন (৩) এবং অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হ'তে, যখন তা আচ্ছন্ন হয় (৪) গ্রন্থিতে ফুঁকদান কারিণীদের অনিষ্ট হ'তে (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হ'তে যখন সে হিংসা করে।

৬. সূরা নাছর (সাহায্য) সূরা-১১০, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ﴿۱﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ﴿۲﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾

উচ্চারণ : (১) ইযা জা-আ নাছরুল্লা-হি ওয়াল ফাৎহু (২) ওয়া রাআয়তান্না-সা ইয়াদখুলূনা ফী দী-নিল্লা-হি আফওয়া-জা (৩) ফাসাব্বিহ বিহাম্‌দি রব্বিকা ওয়াস্তাগফির্‌হু, ইন্নাহূ কা-না তাউওয়া-বা।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) যখন এসে গেছে আল্লাহ্র সাহায্য ও (মক্কা) বিজয় (২) এবং আপনি মানুষকে দেখছেন দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে (ইসলামে) প্রবেশ করছে (৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি অধিক তওবা কবুলকারী।

৭. সূরা লাহাব (অগ্নি স্ফূলিঙ্গ) সূরা-১১১, মাক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

উচ্চারণ : (১) তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিউঁ ওয়া তাব্বা (২) মা আগনা 'আন্হু মা-লুহূ ওয়া মা কাসাব (৩) সাইয়াছলা না-রাণ যা-তা লাহাবিউঁ (৪) ওয়ামরাআতুহূ, হাম্মা-লাতাল হাত্বাব (৫) ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হৌক এবং ধ্বংস হৌক সে নিজে (২) তার কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা কিছু সে উপার্জন করেছে (৩) সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে (৪) এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহনকারিণী (৫) তার গলদেশে খর্জুর পত্রের পাকানো রশি।

৮. সূরা ফীল (হাতি) সূরা-১০৫, মাক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

উচ্চারণ : (১) আলাম তারা কায়ফা ফা‘আলা রাব্বুকা বে আছহা-বিল ফীল (২) আলাম ইয়াজ্‘আল কায়দাহুম ফী তাযলীল? (৩) ওয়া আরসালা ‘আলাইহিম ত্বায়রান আবা-বীল (৪) তারমীহিম বি হিজা-রাতিম মিন সিজ্জীল (৫) ফাজা‘আলাহুম কা‘আছফিম মা’কূল।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) আপনি কি শোনেন নি, আপনার প্রভু হস্তী-ওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? (৩) তিনি তাদের উপরে প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি (৪) যারা তাদের উপরে নিক্ষেপ করেছিল মেটেল পাথরের কংকর (৫) অতঃপর তিনি তাদের করে দেন ভক্ষিত তৃণসদৃশ।

৯. সূরা কুরায়েশ (কুরায়েশ বংশ, কা‘বার তত্ত্বাবধায়কগণ)
সূরা-১০৬, মাক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

لِاِيۡلٰفِ قُرَيۡشٍ ۙ﴿۱﴾ اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيۡفِ ۚ﴿۲﴾ فَلۡيَعۡبُدُوۡا رَبَّ هٰذَا الۡبَيۡتِ ۙ﴿۳﴾ الَّذِیۡۤ اَطۡعَمَهُمۡ مِّنۡ جُوۡعٍ ۬ۙ وَّاٰمَنَهُمۡ مِّنۡ خَوۡفٍ ﴿۴﴾

উচ্চারণ : (১) লেঈলা-ফি কুরায়েশ (২) ঈলা-ফিহিম রিহলাতাশ শিতা-ই ওয়াছ ছায়েফ (৩) ফাল ইয়া‘বুদূ রব্বা হা-যাল বায়েত (৪) আল্লাযী আত্ব‘আমাহুম মিন জূ‘; ওয়া আ-মানাহুম মিন খাওফ।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) কুরায়েশদের আসক্তির কারণে (২) আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের (৩) অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্ন দান করেছেন এবং ভীতি হ’তে নিরাপদ করেছেন।

সমাপ্ত